

IELTS: Listening Section

আয়েল্টস: লিসেনিং সেকশনের টেস্ট ফরমেট

সময়: ৪০ মিনিট। এর মধ্যে ৩০ মিনিট অডিও শোনার জন্য এবং অতিরিক্ত ১০ মিনিট সময় পাওয়া যাবে উত্তরপত্রে উত্তরগুলো লেখার জন্য।

পেপার ফরমেট: এই সেকশনের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে প্রথমে অডিও শুনে এরপর সরবরাহকৃত উত্তরপত্রে উত্তরগুলো তুলতে হবে।

টাস্কের ধরন: ৪ ধরনের টাস্ক থাকবে।

প্রশ্ন সংখ্যা: ৪০ টি প্রশ্ন থাকে।

মার্কস: প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বার থাকে। অর্থাৎ ৪০ টি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বার থাকে।

আয়েল্টস পরীক্ষার প্রথম অংশ হলো- লিসেনিং সেকশন। অর্থাৎ টেস্ট ডে'তে যেকোন পরীক্ষার্থীকে আয়েল্টস টেস্টের যে সেকশনটির পরীক্ষা প্রথমে দিতে হবে সেটি হচ্ছে লিসেনিং সেকশন। এই সেকশনটির পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীকে মোট ৪০ মিনিট (প্রায়) সময় দেয়া হয়। যার মধ্যে প্রথম প্রায় ৩০ মিনিট সময় থাকে পুরো অডিওটি শোনার জন্য এবং পরবর্তীতে আরও ১০ মিনিট সময় দেয়া হয় উত্তরপত্রে উত্তরগুলো তোলার জন্য। আয়েল্টস একাডেমিক এবং জেনারেল ট্রেনিং এই দুই ধরনের

টেষ্টের জন্যই লিসেনিং সেকশনের পরীক্ষা একই হয়ে থাকে।
আয়েল্টস লিসেনিং সেকশনে ৪ টি পার্ট থাকে অর্থাৎ ৪ টি
ডিফারেন্ট অডিও প্লে করা হয়। এই প্রতিটি পার্টের জন্য ১০ টি
করে প্রশ্ন থাকে। তাহলে আয়েল্টস টেষ্টের লিসেনিং পার্টে
সর্বমোট প্রশ্ন থাকছে ৪০ টি। আর প্রতিটি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ
থাকে ১ নাম্বার।

পরীক্ষার প্রথমেই অডিও প্লে করার ঠিক আগ মুহূর্তে আপনাকে
প্রশ্ন দেয়া হবে। যেখানে আপনি পেন্সিল দিয়ে টুকিটাকি নোট
করে রাখতে পারবেন কিংবা উত্তরের জন্য নোটস নিয়ে রাখতে
পারবেন। (লিসেনিং সেকশনের টিপস্ জানতে চোখ রাখুন
আর্টিকেলটির নিচের অংশে।)

লিসেনিং সেকশনের প্রতিটি পার্টেই কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে-

পার্ট ১ :

এই পার্টে ২ জন স্পিকার থাকেন। যেখানে যেকোন একটি নমুনা
ফর্ম দেয়া হবে অথবা ব্যাংকের একটি ফর্ম দেয়া হয়। এসময়
দুইজন স্পিকারের ফোনালাপ কিংবা সামনাসামনি কথা বলার
মুহূর্তের রেকর্ডিং বাজানো হয়। আর পরীক্ষার্থীকে তাদের
কথোপকথন থেকে তথ্য নিয়ে সেই ফর্মের তথ্য পূরণ করতে হয়।

পার্ট ২ :

এই পার্টে একটি সাধারণ টপিকের উপর একজন স্পিকার কথা বলে থাকেন। এখানে একটি ডায়াগ্রাম দেয়া হতে পারে যে, কোন একটি ম্যাপ। এবং সেই স্পিকার ওই ম্যাপের টুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করবেন। এই বক্তব্য থেকে তথ্য শুনে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর করতে হবে।

পার্ট ৩ :

এখানে ২-৪ জন স্পিকার কথা বলে থাকেন। তাদের মধ্যকার কথোপকথনটি কোন ইউনিভার্সিটির লেকচার ক্লাশ হতে পারে। এবং ক্লাশে প্রফেসর তার স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলছে এমন পরিস্থিতি থাকে। তাদের মধ্যে কথা থেকে আপনাকে আপনার উত্তরগুলো কালেক্ট করতে হবে।

পার্ট ৪ :

এই অংশে আবারও একজন স্পিকার থাকবেন। তিনি যে কথাগুলো বলবেন তা একটি একাডেমিক কনভার্সেশন হতে পারে। আর এই কনভার্সেশন থেকে যে তথ্যগুলো পাওয়া যাবে তা শেষ ১০টি প্রশ্নের উত্তরে লিখতে হবে। আয়েল্টস লিসেনিং সেকশনে সাধারণত ব্রিটিশ একসেন্টই পাওয়া যায়। আর পার্ট ১ এবং পার্ট ২ এ জেনারেল ইংলিশ ফলো করা হয় এবং পার্ট ৩ এবং পার্ট ৪ এ একাডেমিক ইংলিশ ফলো করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এখানে যে রেকর্ডেড অডিওটি প্লে করা হবে তা শুধুমাত্র ১ বারই বাজিয়ে শোনানো হয়। অর্থাৎ কোন কারনে মনোযোগ সরে গেলে তা আর দ্বিতীয়বার শোনার সুযোগ নেই। তাই রেকর্ডিং শুরুর পূর্বে বারবার বলা হয়ে থাকে- ‘The record will play once only.’ এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাই পরীক্ষা শুরুর সময় যখন নোট নিতে শুরু করবেন তখন খুব দ্রুত নোট নিতে হবে। কোন অংশ যাতে ছুটে না যায় এবং প্রথমবার শুনেই যেন আপনি আপনার উত্তরপত্রে নোটস থেকে উত্তর লিখে ফেলতে পারেন।

আয়েল্টস লিসেনিং সেকশনের স্কোরিং

আয়েল্টস পরীক্ষার লিসেনিং সেকশনে রেকর্ডকৃত অডিও প্লে করা হয়। যা দিয়ে একজন পরীক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষা বুঝতে পারার ক্ষমতাকে যাচাই করা হয়। পরীক্ষার উত্তরপত্রটি ক্যামব্রিজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসম্যান্ট সরাসরি পারদর্শিতা যাচাইয়ের এই কাজটি করে থাকে। আর ৪০ টি প্রশ্নকে ১-৯ স্কেলে নিয়ে মূল ব্যাল্ড স্কোর প্রদান করা হয়ে থাকে।

IELTS: লিসেনিং সেকশনের টিপস্

আয়েল্টস টেস্টের রিডিং, রাইটিং এবং স্পিকিং সেকশনের মতো লিসেনিং সেকশনে নাম্বার তোলা তুলনামূলক কিছুটা সহজ। তবে সেকশনটিতে নাম্বার তুলতে হলে জানতে হবে কিছু খুঁটিনাটি

বিষয় এবং টিপসগুলো। যা আপনাকে লিসেনিং সেকশনে ভাল একটি ব্যান্ড স্কোর করতে এগিয়ে রাখবে।

নিচে আয়েল্টস লিসেনিং সেকশন নিয়ে বেশি কিছু টিপস দেয়া হল:

টিপস ১ :

আয়েল্টস লিসেনিং টেস্টে সাধারণত ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট (স্বরভঙ্গি) ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ লিসেনিং সেকশনের টেস্টে যে অডিওটি প্লে করা হবে সেটিতে যে কথোপকথন থাকবে তা ব্রিটিশদের মতো করে উচ্চারণ স্টাইলের হয়। সেক্ষেত্রে কোন শব্দের সঠিক উচ্চারণ বুঝতে সমস্যা মনে হতে পারে।

এই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ধরতে পারার জন্য সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে নিয়মিত বিবিসি রেডিও শোনার অভ্যাস করা।

টিপস ২ :

আয়েল্টস লিসেনিং টেস্টে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয় যেগুলো আমরা সাধারণত শুনে থাকি না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- Truck. এই Truck শব্দটি হচ্ছে একটি আমেরিকান শব্দ। যার ব্রিটিশ শব্দ হচ্ছে Lorry.

সেক্ষেত্রে আয়েল্টস টেস্টের এই সেকশনটির পরীক্ষায় হয়তো Truck এর পরিবর্তে Lorry শব্দটি পাওয়া যাবে।

টিপস্ ৩ :

আয়েল্টস এর লিসেনিং সেকশনে আপনি কোন কিছু দেখে লিখতে পারছেন না। তাই উত্তরগুলো নির্ভর করবে সম্পূর্ণ নিজের উপর।

তাই আপনি যখন উত্তরগুলো লিখবেন তখন আপনাকে অবশ্যই স্পেলিং বা বানানগুলো সঠিকভাবে লিখতে হবে।

টিপস্ ৪ :

Singular বা Plural ফর্ম গ্রামারের খুবই সহজ একটি জিনিস। তবে অধিকাংশ পরীক্ষার্থীরই এই অংশে ভুল হয়ে যায়। আয়েল্টস টেস্টে অডিওটি যখন প্লে করা হয় তখন তার উত্তরে ভারের Singular অথবা Plural ফর্মটি ব্যবহার করতে বলা হয়।

কিন্তু ভুলটা এখানেই হয়ে থাকে। যেটি প্রশ্নে চাওয়া হয় সেটি না দিয়ে বরং খেয়াল না করে উল্টোটা দেয়া হয়। আর এমনটা হলে উত্তরটি সাধারণত ভুল ধরা হয়।

টিপস্ ৫ :

লিসেনিং পার্টে অনেক প্রশ্নেই উল্লেখ থাকে, 'Write no more than three words'.

অবশ্যই মনে রাখতে হবেম, যে প্রশ্নে এমনটি বলা আছে তার উত্তর আপনাকে অবশ্যই ৩ শব্দ বা এর কমের মধ্যেই রাখতে হবে। আর আপনি যদি ৩ শব্দের বেশি লিখেন তবে উত্তরটি ভুল ধরা হবে।

টিপস্ ৬ :

লিসেনিং টেস্টে শুরুতেই প্রশ্ন দেয়া হয়। তার মানে অডিওটি যখন শুনছেন তখন প্রশ্ন আপনার সামনেই আছে। তাই একটি পার্টের অডিও শেষ হয়ে নতুন পার্টের অডিও শুরু হবার মাঝের সময়টা কাজে লাগাতে হবে।

যেমন- লিসেনিং সেকশনের সাধারণত ৪টি পার্টের মধ্যে শেষ ২টি পার্ট সব থেকে কঠিন হয়ে থাকে। তাই সময় পেলে সেই পার্টের প্রশ্নটি দেখে উত্তরটি ধারণা করে রাখতে পারেন। আর আগাম ধারণার সাথে উত্তরটি মিলে গেলে উত্তরটি সঠিক কিনা এ নিয়ে দ্বিতীয়বার আর চিন্তা করতে হয় না।

টিপস্ ৭ :

অডিও যখন প্লে হচ্ছে তখনই উত্তরটি প্রশ্নে লিখে ফেলবেন। কারন অডিওটি শোনার পর খুব বেশি একটা সময় পাওয়া যায় না। এর কারন হচ্ছে অডিওটি সাথে সাথে অন্য একটি ট্র্যাকে চলে যায়।

টিপস্ ৮ :

আয়েল্টস টেস্টের এই সেকশনে অনেক সময়ই কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। পরিবর্তনটি কেমন হয় জানা আছে কি? যখন কোন সংখ্যার একটি সিরিজ বা ফোন নাম্বার বলা হয়ে থাকে তখন নাম্বার বা সংখ্যাগুলো পরপর বলে যাওয়ার পর তা পুনরায় পরিবর্তন করে কয়েকটি সংখ্যা বদলে দেয়া হয়। এমন ক্ষেত্রে প্রথমটি নয় বরং উত্তর হবে সংশোধিত অংশ বা দ্বিতীয়টি। এছাড়াও লিসেনিং সেকশনে অনেক বড় সংখ্যা বলা হয়। তাই

এগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। কারন এগুলো সাধারণত রিপোর্ট করা হয় না।

টিপস্ ৯ :

লিসেনিং সেকশনে কিছু কনফিউজিং নাম্বার বলা হয়ে থাকে। কনফিউজিং বা শুনতে একই রকম এমন সংখ্যাগুলোর প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এগুলো হচ্ছে- Thirteen (13)- Thirty (30), Fourteen (14)- Forty (40) ইত্যাদি। এমন নাম্বারগুলো সব সময় খেয়াল রাখতে হবে।

টিপস্ ১০ :

লিসেনিং টেস্টে অনেক সময় কোন ব্যক্তির নাম এবং বানান ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলে দেয়া হয়। এসময় খেয়াল রাখতে হবে, যে নামটি বলা হয়েছে তার মধ্যে কোন অক্ষর দুইবার ব্যবহৃত হতে পারে কিনা। এবং যখন নামের বানানটি বলা হচ্ছে তখন বানানে কোন অক্ষর দুইবার বলা হয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখতে হবে। যেমন- একটি নামের উচ্চারণ স্কট। এই স্কটের বানান হতে পারে- Scot বা Scott. এক্ষেত্রে বানান কোনটি বলা হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

টিপস্ ১১ :

পরীক্ষার সময় কারও সাথে কথা না বলা এবং কোন প্রশ্নের উত্তর যদি ছুটে যায় তা নিয়ে চিন্তা না করা। বরং ঘাবড়ে না গিয়ে যেটা আছে সেগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে উত্তর করতে হবে। কারন যেটি মিস হয়ে গেছে সেটি নিয়ে ভাবতে গেলে যেটি আছে সেটিও হারাবেন।

কেউ ডাকলে কোন ধরনের সাড়া প্রদাণ না করা। এতে করে আপনার মনোযোগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর এক্সামিনার চাইলে আপনাকে বহিঃস্কার করতে পারেন।

টিপস্ ১২ :

লিসেনিং সেকশনে ভাল করার জন্য প্রাকটিস টেস্টের বিকল্প নেই। আপনি যতো বেশি প্রাকটিস টেস্ট দিবেন ততো বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুনঃ www.eduhighway.com